

AQD / মডিউল = ১০

## ঈমানের পরিচিতি ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের বিপরীত কুফর। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান আলো, কুফর অন্ধকার। ঈমান জীবন, কুফর মৃত্যু। ঈমান পূর্ণ কল্যাণ আর কুফর পূর্ণ অকল্যাণ। ঈমান সরল পথ, আর কুফর ভ্রষ্টতার রাস্তা।

ঈমান মুসলমানের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমানদার সকল কষ্ট সহ্য করতে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমানই তার কাছে সবকিছু থেকে বড়। ঈমান শুধু মুখে কালেমা পড়ার নাম নয়, ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম।

## ১. ঈমান অহীর মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম:

অজ্ঞতা-অনুমান আর কল্পনা-কুসংস্কারের কোনো অবকাশ ঈমানে নেই। ঈমান ঐ সত্য সঠিক আকীদাকে স্বীকার করার ও সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম, যা আসমানী ওহীর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, যে অহী ‘আল কুরআনুল কারীম’ এবং ‘আস্‌সুন্নাতুন নাবাবিয়্যাহ’ রূপে এখনো সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

## ২. ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নাম:

ঈমান তো অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। সংশয় ও দোদুল্যমানতার মিশ্রণও এখানে হতে পারে না। সংশয়ই যদি থাকল তাহলে তা ‘আকীদা কীভাবে হয়’? বিশ্বাস যদি দৃঢ়ই না হয় তাহলে তা ঈমান কীভাবে হয়’?

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তরাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তরাই সত্যনিষ্ঠ।-আলহুজুরাত, আয়াত নং-১৫

## ৩. কোনো বিষয়কে শুধু আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নেয়ার নাম ঈমান:

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন হল, কোন বিষয়কে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা। সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনার আর কী থাকে? চোখে দেখা বিষয় কে অস্বীকার করে?

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তুসমূহ বা সাধারণ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় এমন বিষয়সমূহ ঈমানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এসব তো মানুষ এমনিতেই মেনে নেয়। এতে ঈমান আনা না আনার প্রশ্নই অবান্তর।

দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান নয়। মুমিনকে তো এজন্য মুমিন বলা হয় যে, সে না দেখা বিষয় শুধু আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের সংবাদের উপর ভিত্তি করে মেনে নিয়েছে ও বিশ্বাস করেছে।

৪. ঈমান সত্যের সাক্ষ্যদান এবং আরকানে ইসলাম পালনের নাম:

অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখেও সত্যের সাক্ষ্য দেয়া ঈমানের অন্যতম রোকন। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবীআ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার আদেশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-

أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس.

তোমরা কি জান ‘এক আল্লাহর উপর ঈমান’ কাকে বলে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা ও গণীমতের এক পঞ্চমাংশ প্রেরণ করা। সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৩, কিতাবুল ঈমান, আদাউল খুমুসি মিনাল ঈমান

## ৫. ঈমান অর্থ সমর্পণ:

ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ বান্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর আল্লাহর বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ঈমান আর তাঁর আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনো একত্রিত হয় না।

## ৬. ঈমান শরীয়ত ও উসওয়ায়ে হাসানাকে গ্রহণ করার নাম:

ইসলামকে শুধু সত্য ও সুন্দর জানা বা বলার নাম ঈমান নয়। কারণ, হক ও সত্যকে শুধু জানা বা মুখে বলা ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ঈমান তো তখনই হবে যখন এই সত্যকে মনেপ্রাণে কবুল করবে এবং এর সম্পর্কে অন্তরে কোনো দ্বিধা থাকবে না। ইসলাম তো ‘আকীদা’ ও ‘শরীয়ত’-এ দুইয়ের সমষ্টির নাম। এ দুটোর বিশ্বাস এবং মেনে নেওয়ার দ্বারাই ঈমান সাব্যস্ত হতে পারে। ‘শরীয়ত’ অর্থ, দ্বীনের বিধিবিধান ও ইসলামী জীবনের নবী-আদর্শ, কুরআন যাকে মুমিনের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা সাব্যস্ত করেছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। -আন নিসা ৪ : ৬৫

## ৭. ঈমান শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনও, সত্যকে গ্রহণ আর বাতিলকে বর্জন

কোনো আকীদাকে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি তার বিপরীত বিষয়কেও সঠিক মনে করা স্ববিরোধিতা, মানবের সুস্থ বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে পারে না। ইসলামেও তা অকল্পনীয়। ঈমান তখনই সাব্যস্ত হবে যখন বিপরীত সব কিছু বাতিল ও মিথ্যা মনে করবে এবং তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সকল প্রকারের শিরক ও কুফর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা সরাসরি ঈমানেরই অংশ। যেমন ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাওহীদ। তাওহীদ কি শুধু আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ মানা? না তা নয়। তাওহীদ অর্থ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সত্য মাবুদ বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বা কোনো কিছুকে মাবুদ বলে স্বীকার না করা।

ওযু যেমন ছুটে যায়, সালাত যেমন নষ্ট হয়, রোযাও যেমন ভঙ্গ হয়ে যায় তেমনি ইসলামও ছুটে যায়, ঈমানও ভঙ্গ হয় গুরুতর কিছু পাপের কারণে। ফলে ঐ পাপী ব্যক্তি মুসলমানের মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত হয় এবং সেটা কী কারণে হয় তা আমরা অনেকেই জানি না। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক বিষয়। যেসব পাপের কারণে ইসলাম থেকে মানুষ বহিস্কৃত হয়ে যায়, পরিণতিতে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং তাওবাহ না করলে কাফিরদের মতোই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে সে বিষয়গুলোর সার সংক্ষেপ মক্কা শরীফের দারুল হাদীসের শিক্ষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনুর রচনাবলি থেকে নিচে এ জাতীয় পাপ কাজের কয়দাংশ তুলে ধরা হলো:

## ১. শিরক করা:

যেমন, নবী বা মৃত আওলিয়াদের নিকট কিছু চাওয়া অথবা কোন ওলী আওলিয়ার অনুপস্থিতিতে দূর থেকে তার কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা ঐ পীর বুজুর্গের উপস্থিতিতে তার কাছে এমন কিছু চাওয়া যা দেয়ার ক্ষমতা তার নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

‘আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।’ (সূরা ৩৯; যুমার ৬৫)



প্রিয় ভাই! ভেবে দেখুন, প্রিয়নবী যদি শিরকে আকবার করেন তাহলে তাঁর ইবাদতগুলোও বরবাদ করে দেয়া হবে। আর আমরা সাধারণ মানুষ যদি শিরক আকবার করি তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে! এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে না করতে পারে তোমার কোন উপকার, আর না করতে পারে তোমার ক্ষতি। আর যদি তা করেই ফেল, তবে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” (অর্থাৎ তুমি মুশরিক হয়ে যাবে।) (সূরা ১০; ইউনুস ১০৬)

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ " مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " .

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবধারিতকারী দুটি বিষয় কি? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনকিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনকিছু শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে যাবে। (সহীহ মুসলিম ১৭১)



## ২. বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসে তুষ্ট না থাকা:

তাওহীদের কথা শুনে যাদের মনে বিতৃষ্ণা আসে এবং বিপদে-আপদে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে দূরে থাকে। আর অন্তরে মুহাব্বতের সাথে ডাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বা মৃত ওলী আওলিয়া ও জীবিত (অনুপস্থিত) পীর মাশায়েখদেরকে এবং সাহায্য চায় তাদেরই কাছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

“আখিরাতের প্রতি প্রকৃত ঈমান যারা আনেনি তাদের কাছে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরে বিতৃষ্ণা লাগে। আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের মনে আনন্দ লাগে।”

(সূরা ৩৯; যুমার ৪৫)।

## ৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন ওলীর নাম নিয়ে পশু যবাই করা। এটা নিষেধ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“সুতরাং, তুমি শুধু তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং তাঁরই জন্য (তাঁরই নামে) যবেহ করো।” (সূরা ১০৮; কাওসার ২)

উল্লেখ্য যে, যবাইয়ের সময় কেউ যদি বলে, ‘খাজা বাবা-জিন্দাবাদ’ তাহলে এটা তার ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

### ৪. কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মান্নত করা:

যেমন, কবরে মাযারে মান্নত করা (শিরনী দেয়া) অত্যন্ত গর্হিত কাজ, ঈমান বিনষ্টকারী পাপ, শিরক ও কবীরা গুনাহ। কারণ, মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي**

“হে পালনকর্তা! আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে আমি তাকে তোমার উদ্দেশ্যে মান্নত করলাম।” (সূরা ৩; আলে ইমরান ৩৫)

### ৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু উপর ভরসা করা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

**وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ**

“একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক।” (সূরা ১০; ইউনুস ৮৪)

### ৬. গায়রুল্লাহকে সিজদা করা:

জেনে-বুঝে কোন রাজা, বাদশা, পীর, বুজুর্গ, জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে ইবাদতের নিয়তে রুকু বা সিজদা করা। কেননা, রুকু বা সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদত। এ ধরনের কোন কাজ বান্দার জন্য করলে ঈমানদার ব্যক্তি বেঈমান হয়ে যাবে।

## ৭. ইসলামের কোন একটি রুকন অস্বীকার করা:

যেমন- ঈমান, সালাত, সওম, যাকাত ও হজ্জ । অথবা ঈমানের কোন একটি রুকন অস্বীকার করা । যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, তাকদীরের ভালোমন্দ এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এগুলোর উপর ঈমান আনতেই হবে । এর কোন একটিকে অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় ।

## ৮. ইসলামী আইনকে ঘৃণা করা:

ইসলামী আইন হলো আল্লাহর বিধান । এর কোন বিধান পুরাতন বা অকেজো হয়ে গেছে মনে করা । এতে ঈমান চলে যায় ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمْ

“আর যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত ধ্বংস । আর তাদের কর্মফল বরবাদ করে দেয়া হবে । ঐ কারণে যে, আল্লাহর নাযিল করা (কুরআন বা তার অংশ বিশেষকে) তারা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে । ফলে আল্লাহ তাদের সকল নেক আমল বরবাদ করে দিবেন ।” (সূরা ৪৭; মুহাম্মদ ৯) ।

৯. কুরআন-হাদীসের কোন অকাট্য বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করা কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য হুকুম-আহকাম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা:

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ أِبَالَهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ \*

“বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করেছিলে? (কাজেই আজ আমার সামনে) তোমরা কোন ওজর-আপত্তি পেশ করো না। ঈমান আনার পর (বিদ্রপের করে) পুনরায় তোমরা কুফুরী করেছ।” (সূরা ৯; তাওবা ৬৫-৬৬)

অতএব, কুরআন-হাদীস নিয়ে ঠাট্টা করা হলো কুফরী কাজ, যার ফলে ঈমান চলে যায়।

### ১০. কুরআন-হাদীসের কোন কথা অস্বীকার করা:

জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনুল কারীমের কিংবা খবরে মুতাওয়াতিরের কোন অংশ বা কথা অস্বীকার করলে ইসলাম থেকে বহিস্কার হয়ে যায়। যদিও তা কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে হোক না কেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

ছলনা কর না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহগার। (সূরা ৯; তাওবা ৬৫-৬৬)।

### ১১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি দেয়া:

মহান রবকে গালি দেয়া, দ্বীন ইসলামকে অভিশাপ দেয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে গালি দেয়া বা তার কোন অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, তার প্রদর্শিত জীবন বিধানের সমালোচনা করা। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে কোন একটি কাজ করলেও কাফির হয়ে যাবে, ঈমান চলে যাবে।

### ১২. আল্লাহর কোন গুণাবলি অস্বীকার ও অপব্যখ্যা করা:

আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি রয়েছে। এগুলোর কোন একটিকে অস্বীকার করা অথবা তার কোন কার্যাবলি অস্বীকার করা বা এগুলোর অপব্যখ্যা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“যারা আল্লাহ তায়ালা নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে তোমরা বর্জন করো। এ কর্মকাণ্ডে জন্য তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।” (সূরা ৭; আ'রাফ ১৮০)

অতএব, আল্লাহর কোন সিফাত বা নাম যেমন অস্বীকার করা যায়েয নেই, তেমনি তার কোন গুণবাচক নামের অপব্যখ্যা করলেও ঈমানহারা হয়ে যাবে।



### ১৩. কোন একজন নবীকেও অবিশ্বাস বা তুচ্ছ মনে করা:

রাসূলগণকে বিশ্বাস করলেও কোন একজন নবীকে অবিশ্বাস করা অথবা নবী রাসূলদের কোন একজনকে তুচ্ছ মনে করা বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা । আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ

“আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কারো ব্যাপারে তারতম্য করি না ।” (২; বাকারা ২৮৫)

অর্থাৎ ইয়াহুদীরা মূসা (আ)-কে এবং খ্রিস্টানেরা শুধু ঈসা (আ)-কে মান্য করে । আবার উভয় সম্প্রদায়ই মুহাম্মদ (স)-কে অমান্য করে, তারা তাকে মানে না । কিন্তু, আমরা যেমন রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে মান্য করি তেমনি পূর্বেকার যামানার নবীদেরকেও মান্য করি, বিশ্বাস করি । এক্ষেত্রে আমরা কোন পার্থক্য করি না । অপর এক আয়াতে আছে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ

এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন। সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩

### ১৪. আল্লাহর আইন অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাক্ষিল্য ভেবে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার করা:

আর এ ধারণা করা যে, এ যুগে ইসলামের আইন-কানুন আর চলবে না। কারণ এ আইন অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। অথবা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকে জায়েয মনে করা এবং আল্লাহর আইনের উপর মানুষের তৈরি আইনকে প্রাধান্য দেয়া। ঈমান ভঙ্গের এটি একটি বড় কারণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারা কাফিরদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।” (সূরা ৫; মায়িদা ৪৪)

### ১৫. ইসলামী বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়া:

ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিচার হলে সেই বিচারে অন্তরে সংকোচ বোধ করা ও কষ্ট পাওয়া। বরং ইসলাম বহির্ভূত আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে স্বস্তি বোধ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হুঁচকিতে কবুল করে নেবে। (সূরা ৪; নিসা ৬৫)

### ১৬. আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের আইন তৈরি করা:

এ জন্য কোন মানুষকে ক্ষমতা প্রদান করা বা তা সমর্থন করা অথবা ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ধরনের কোন আইনকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“তাদের কি এমন অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য এমন কোন আইন-কানুন তৈরি করে নিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ তাদেরকে দেননি?” (সূরা ৪২; শূরা ২১)

### ১৭. হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে ফেলা:

যেমন, সুদকে বৈধ ঘোষণা দেয়া বা হালাল মনে করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আর আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম” (সূরা ২; বাকারা ২৭৫)।

আবার হালালকে হারাম করে নেওয়া। আমাদের দেশে কোন পীর এমনও আছে যারা তাদের মুরীদদের জন্য গরুর হালাল গোশত নিষিদ্ধ করে দেয়। এ নিষেধাজ্ঞাটা যদি হারামের মতো করে নেয় তাহলে হালালকে হারাম। করার কারণে ঈমান ছুটে যাবে।

### ১৮. আকীদা ধ্বংসাত্মক মতবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা:

যেমন- নাস্তিক্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দ্বীন হিসেবে (অর্থাৎ জীবনবীধান হিসেবে) গ্রহণ করতে চাইবে, তা কখনো কবুল করা হবে না। বরং সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” (সূরা ৩; আলে ইমরান ৮৫)।

### ১৯. ইসলামের কোন বিধান রদবদল করা বা মুরতাদ হওয়া:

দ্বীনের বিধিবিধান পরিবর্তন করা বা ইসলাম ছেড়ে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (সূরা ২; বাকারা

২১৭)

## ২০. মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করা:

যেকোন কারণেই হোক মুসলমানদের বিপক্ষে গিয়ে অমুসলিমদের পক্ষাবলম্বন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  
تُقَاتَةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। (সূরা ৩; আলে ইমরান ২৮)

## ২১. অমুসলিমদেরকে অমুসলিম (কাফের) না ভাবা :

কেননা যারা ঈমান আনেনি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাদেরকে কাফির বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“নিশ্চয়ই কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে, আর যারা মুশরিক তারা জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই হলো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম।” (সূরা ৯৮; বাইয়েনা ৬)

অর্থাৎ যারা অন্য ধর্মাবলম্বী তারাও সঠিক পথে আছে বলে মনে করা। তাদের ধর্মও ঠিক মনে করা। বরং কুরআন তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।